

# নীতিশালা

ইসলামী  
শাসনতন্ত্র  
ছাত্র আন্দোলন

# নীতিমালা



ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন  
**ISLAMI SHASHANTANTRA CHHATRA ANDOLAN**

[www.iscabd.org](http://www.iscabd.org)

## নীতিমালা

প্রকাশনায়

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৫৬৭১৩০

পঞ্চম সংস্করণ : আগস্ট ২০০৫ ইং

ষষ্ঠ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১০ ইং

.....  
গুণেচ্ছা মূল্য : ৮ (আট) টাকা মাত্র  
.....

## ভূমিকা

‘সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ’-এর মধ্যেই মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। এ কাজ সাধ্যানুযায়ী সর্বাঙ্গিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। বিশেষ করে ছাত্রসমাজ হচ্ছে এ কাজের যোগ্য সৈনিক। কারণ ছাত্রসমাজই হলো দেশ ও জাতির সক্রিয় ও কার্যকরী শক্তি। এরা দেশের অমূল্য সম্পদ, ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ছাত্রদের ক্লাস্তিহীন শ্রম, অপ্রতিরোধ্য শক্তি এবং তীক্ষ্ণ মেধার সঠিক চর্চা ও প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে দেশের গতি-প্রকৃতি, সুখ-সমৃদ্ধি তথা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ছাত্রদের শ্রম, মেধা দেশগড়া ও মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যেই ছাত্রজীবনের স্বার্থকতা। ছাত্রজীবনই হলো আদর্শ সং মানুষ গঠনের প্রথম সোপান।

ছাত্রসমাজের মন ও মানস হলো অনুসন্ধিৎসু। একজন সচেতন ছাত্র হিসেবে তার সামনে দু’টি অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। একটি হলো— জীবনজিজ্ঞাসা অর্থাৎ সে কোথা থেকে এলো, কোথায় শেষ পরিণতি এবং দুনিয়ার জীবনে তার কী করণীয়? অপরটি হলো— যুগজিজ্ঞাসা অর্থাৎ দেশব্যাপী অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, হাহাকার ও অশান্তি কেন? সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, দেশের শান্তি এবং মানুষের সার্বিক মুক্তির পথই বা কী?

নৈতিকতা ও আদর্শবিবর্জিত বৃটিশপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এর

কোনো উত্তর দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অপরপক্ষে জাহেলী সমাজব্যবস্থার ধারক ও বাহকেরা ছাত্রদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেও সম্পূর্ণ অক্ষম। শুধু তাই নয়, তারা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ছাত্রসমাজকে হাতের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ছাত্রদের শ্রম, শক্তি ও মেধাকে ভুল পথে পরিচালিত করে ছাত্রসমাজের ঐতিহ্যকে কলঙ্কময় করেছে।

বারবার সরকার পরিবর্তনে ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকলেও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়নি তাদের দাবি-দাওয়ার বাস্তব প্রতিফলন। যার কারণে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিরাজ করছে চরম হতাশা। সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধংদেহী মনোভাবের। আস্থা হারিয়ে ফেলেছে নৈতিকতাবিবর্জিত এ ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি।

ছাত্রদের এহেন ভূমিকা দেখে সমগ্র জাতি আজ দিশেহারা এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্থ। এই নাজুক ও সংকটময় পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে দেশের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, দীনদার বুদ্ধিজীবীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ছাত্রদের ভবিষ্যত কল্যাণ চিন্তায় এবং তাদের শ্রম, শক্তি ও মেধার সঠিক চর্চা করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, আদর্শ মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রবর্তন এবং প্রচলিত জাহেলী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পরিপূরক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনের নিমিত্তে দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিশীল, প্রতিভাবান ও প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্রদের নিয়ে ১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট, শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের তরুণ ছাত্রসমাজকে চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে উদ্ধার করে সীরাতুল মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করে মুসলিম মিল্লাতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকে ধাবিত করার জন্যই আমাদের এ অভিযাত্রা।

ধারা-০১ : আন্দোলনের নাম

এ আন্দোলনের নাম ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন।

সংক্ষেপে : ইশা ছাত্র আন্দোলন।

ধারা-০২ : কর্মক্ষেত্র

এ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশ।

ধারা-০৩ : উদ্দেশ্য

এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভৃষ্টি অর্জন।

ধারা-০৪ : লক্ষ্য

এ আন্দোলনের লক্ষ্য জাহিলিয়াতের সকল প্রকার আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায়, সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত পথে মানবজীবন গঠন এবং সমাজের সর্বস্তরে পূর্ণ দীন বাস্তবায়ন।

ধারা-০৫ : কর্মসূচি

এ আন্দোলনের পাঁচদফা কর্মসূচি। যথাক্রমে—

ক. ইল্ম ও তারবিয়াত (জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ)

খ. আমল ও তায়কিয়াহ (আত্মশুদ্ধি)

গ. তাবলীগ (দাওয়াত)

ঘ. তানজীম (সংগঠন)

ঙ. ইনকিলাব (বিপ্লব)

ইল্ম ও তারবিয়াত :

ক. তরুণ ছাত্রসমাজকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা।

খ. ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং প্রচলিত ধর্মহীন শিক্ষা ও মানবরচিত সকল মতাদর্শের অসারতা অনুধাবনে উৎসাহিত করা।

গ. জাহিলিয়াতের সর্বপ্রকার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামী সমাজবিপ্লবের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

আমল ও তায়কিয়া :

ক. ব্যক্তিজীবনকে ইসলামী শরীয়তের আলোকে সুন্নত তরীকায় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

খ. সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহ্ তা'আলার জিকির জারি রাখা।

গ. আল্লাহ্‌ওয়ালা ব্যক্তিদের সোহবত লাভের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো।

ঘ. জাহেরী ও বাতেনী নেক আমল অর্জন এবং বদ আমল বর্জনের চেষ্টা করা।

তাবলীগ :

সকল প্রকার খোদাদ্রোহী তাগুতী মত ও পথ অস্বীকার করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হবার আহ্বান জানানো।

তানজীম :

ক. যে সকল তরুণ শিক্ষার্থী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে একমত হয়ে জীবনের সর্বস্তরে কুরআন-সুন্নাহর আইন তথা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জিহাদে শরীক হতে আগ্রহী, তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

খ. শিক্ষাঙ্গনসহ দেশের সর্বত্র ছাত্রসমাজের মাঝে সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটানো।

ইনকিলাব :

ক. শিক্ষাঙ্গনের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা দূরিকরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো।

খ. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নির্দেশিত ও অনুমোদিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

গ. সকল প্রকার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অবসান ঘটিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থায়ী শান্তি ও মানবতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে দুর্বীর গণআন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

ধারা-০৬ : আমল/জনশক্তির স্ফূর্তি

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কাজের মান উন্নয়নের জন্য আমল/জনশক্তির ৩টি স্তর থাকবে। যথা : সদস্য, কর্মী ও মুবাল্লিগ।

ধারা-০৭ : সদস্য, কর্মী ও মুবাল্লিগগণের যোগ্যতা ও মনোনয়নপদ্ধতি

ক. সদস্য : যিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে সদস্য ফরম পূরণ করবেন এবং সাপ্তাহিক বৈঠকসহ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন, তিনি আন্দোলনের সদস্য বলে গণ্য হবেন।

খ. কর্মী : যে সদস্য নিম্নলিখিত পাঁচটি কাজ নিয়মিত আঞ্জাম দিবেন, তিনি যথানিয়মে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতকার্য হলে এ আন্দোলনের কর্মী হিসেবে ঘোষিত হবেন।

১. মাসে কমপক্ষে ৪জনকে সদস্য ফরম পূরণ করিয়ে নতুন সদস্য তৈরির সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

২. নিয়মিত সাপ্তাহিক শিক্ষা বৈঠক, মাসিক বৈঠক, শবুজারী এবং সভা-সমাবেশে যোগদান।

৩. কমপক্ষে মাসে ১দিনের আয়-ব্যয় আন্দোলনের তহবিলে জমা দান।

৪. নিয়মিত কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন, প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষা, ইসলামী সাহিত্য পাঠ এবং চলমান সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।



৫. নির্ধারিত ফরমে ব্যক্তিগত প্রতিবেদন সংরক্ষণ এবং হক্কানী আলেমের পরামর্শ অনুযায়ী আমল ও তাকিয়্যার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।
- গ. মুবাল্লিগ : কর্মীর পাঁচটি কাজ অব্যাহত রেখে যে কর্মী নিম্নবর্ণিত ৬টি বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেন, তিনি যথানিয়মে মুবাল্লিগ হতে পারবেন।
১. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানানো অর্থাৎ সকল কাজের ওপর আন্দোলনের কাজকে প্রাধান্য দান।
  ২. ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের উন্নতির জন্য সার্বক্ষণিক চিন্তা-ফিকির করা।
  ৩. উত্তরোত্তর ইল্ম-আমল, জান-মাল ও সময়ের কুরবানী বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো।
  ৪. সকল প্রকার প্রলোভন ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আন্দোলনের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা।
  ৫. দশটি মৌলিক গুণাবলী- যথা : ছবর, শোকর, কানা'আত, সন্তোষ, একীন, ইল্ম, তাওবা, খুলূছ, তাওয়াক্কুল ও মহব্বত অর্জন এবং ১০টি মৌলিক দোষ- যথা : কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মদ, কীনা, গীবত, কৃপণতা, মিথ্যা ও কু-ধারণা বর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো।
- ঘ. মুবাল্লিগ নির্বাচনপদ্ধতি : উপরোক্ত কার্যাবলী, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদকের প্রস্তাবক্রমে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহাসচিবের সুপারিশ এবং মুহতারাম আমীরের হাতে জিহাদের বাইয়াত ও শপথের মাধ্যমে মুবাল্লিগ নির্বাচিত হবেন।

ধারা-০৮ : সাংগঠনিক কাঠামো

কেন্দ্রীয় সংগঠন, জেলা শাখা, মহানগর, থানা শাখা, পৌর শাখা, ইউনিয়ন শাখা, ওয়ার্ড শাখা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাখার সমন্বয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত হবে।

ধারা-০৯ : কেন্দ্রীয় কাঠামো

কেন্দ্রীয় মজলিসে গুরা ও মজলিসে আমেলার সমন্বয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কাঠামো গঠিত হবে।

ধারা-১০ : কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার যোগ্যতা ও মনোনয়নপদ্ধতি

ক. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর নিজ মজলিসে আমেলার সাথে পরামর্শ করে ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত করবেন।

খ. মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গঠিত পূর্ণাঙ্গ আমেলা মহাসচিবের কাছে পেশ করবেন। আমেলার সাথে পরামর্শ করে মহাসচিব তা অনুমোদন দিবেন।

গ. আন্দোলনের দায়িত্বশীল মনোনয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—

১. কুরআন-হাদীসের মৌলিক জ্ঞানে জ্ঞানী ও আমলে যত্ববান হওয়া এবং চলমান সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্পর্কে সচেতনতা।

২. আন্দোলনের মৌলিক বিশ্বাস, আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের প্রতি আনুগত্য এবং পদের প্রতি লোভহীনতা।

৩. সাংগঠনিক দক্ষতা, সততা, আন্দোলনের জন্য ত্যাগ, কুরবানী এবং তাকওয়া অর্জনে যত্নবান ও নিষ্ঠাবান হওয়া।
৪. আন্দোলনের দায়িত্বশীল নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্যানভাসিং, গ্রুপিং, লবিং এবং কারো পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণা চালানো যাবে না। তদন্ত সাপেক্ষে ক্যানভাসিং, গ্রুপিং, লবিং প্রমাণিত হলে উক্ত মনোনয়ন বা নির্বাচন বাতিল বলে প্রমাণিত হবে, তারা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃত হবেন। পরে অন্যদের মনোনয়ন দান করা হবে।

ধারা-১১ : কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সদস্যসংখ্যা

নিম্নলিখিত দফতরসমূহের দায়িত্বশীল ও সদস্যদের নিয়ে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা গঠিত হবে।

১. সভাপতি ২. সহ-সভাপতি ৩. সেক্রেটারি জেনারেল ৪. জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ৫. সাংগঠনিক সম্পাদক ৬. প্রশিক্ষণ সম্পাদক ৭. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ৮. অর্থ সম্পাদক ৯. দফতর সম্পাদক ১০. বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক ১১. মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক ১২. স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদক ১৩. ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ১৪. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক (১৫) সদস্য ১৬. সদস্য ১৭. সদস্য।

ধারা-১২ : মজলিসে আমেলার ক্ষমতা

ক. মজলিসে গুরার সিদ্ধান্তসমূহ ও ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ছাত্র আন্দোলনের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং শাখা কমিটিসমূহের কার্যধারা তত্ত্বাবধান করা।

খ. মজলিসে আমেলা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

গ. যেকোনো জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা।

- ঘ. মজলিসে আমেলা সকল কাজের জন্য মজলিসে গুরার নিকট দায়ী থাকবে।
- ঙ. মজলিসে আমেলা প্রয়োজনবোধে যেকোনো অধস্তন শাখাকে বাতিল/স্থগিত এবং কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিচালনা করতে পারবে।
- চ. ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আমেলা তাদের সকল কার্যক্রমের জন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলার নিকট দায়ী থাকবে। অনুরূপভাবে উক্ত বিষয়টি অধস্তন শাখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
- ছ. ছাত্র আন্দোলনের বার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট ও রিপোর্ট চূড়ান্ত করণের ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার অনুমোদন নিতে হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত মাসিক বৈঠকের সিদ্ধান্তসহ কার্যক্রমের মাসিক রিপোর্ট নিয়মিতভাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলায় পেশ করতে হবে।

ধারা-১৩ : আমেলার সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

#### ১. কেন্দ্রীয় সভাপতি :

- ক. আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে জান-মাল দিয়ে চেষ্টা করাই নিজের প্রধানতম কর্তব্য বলে মনে করবেন।
- খ. নিজের কাজ ও স্বার্থের ওপর আন্দোলনের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান করবেন।
- গ. আন্দোলনের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের মধ্যে সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ বজায় রাখবেন।
- ঘ. আন্দোলনের আমানতসমূহের হেফাযত করবেন।
- ঙ. আন্দোলনের সিদ্ধান্তের সঠিক বাস্তবায়ন ও তদারক এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবেন।

চ. কেন্দ্রীয় সভাপতি সর্বাবস্থায় মজলিসে আমেলার সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন। তবে যদি কোনো জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তাহলে আমেলার যে সকল সদস্যের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব, তাদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে মজলিসে আমেলাকে অবহিত করবেন।

২. কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি :

- ক. সহ-সভাপতি সর্বাবস্থায় সভাপতির কাজের সহযোগিতা করবেন।
- খ. সভাপতি কর্তৃক অর্পিত বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।
- গ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. সেক্রেটারি জেনারেল :

- ক. তিনি বিভাগীয় সম্পাদকগণের কাজের সমন্বয় সাধন, তদারকি এবং সুষ্ঠু পরিচালনাসহ সকল বিষয়ে সভাপতিকে অবহিত করবেন।
- খ. তিনি মজলিসে আমেলার সাথে পরামর্শক্রমে বার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট ও রিপোর্ট পেশ করবেন।
- গ. সভাপতির অনুমতিক্রমে মজলিসে গুরা ও মজলিসে আমেলার বৈঠক আহ্বান করবেন।
- ঘ. সেক্রেটারি জেনারেল নির্ধারিত খরচ ছাড়া জরুরী ভিত্তিতে এককালীন ১০০০ (এক হাজার) টাকা খরচ করতে পারবেন। তবে পরবর্তী মজলিসে আমেলার বৈঠকে অনুমোদন নিতে হবে।
- ঙ. সেক্রেটারি জেনারেল সর্বাবস্থায় তাঁর কাজের জন্য সভাপতির নিকট জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন।

৪. জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল :

ক. তিনি সর্বাবস্থায় সেক্রেটারি জেনারেলের কাজে সহযোগিতা করবেন।

খ. সেক্রেটারি জেনারেলের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. মজলিসে আমেলা কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. সাংগঠনিক সম্পাদক :

ক. আন্দোলনের সম্প্রসারণ, নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক উন্নয়নে তৎপর থাকবেন।

খ. সর্বাবস্থায় সাংগঠনিক পরিস্থিতি মজলিসে আমেলাকে অবহিত করবেন।

৬. প্রশিক্ষণ সম্পাদক :

ক. সংঘবদ্ধ ছাত্রদেরকে আদর্শিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে যোগ্য সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

খ. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও তদারকি করবেন।

৭. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক :

ক. আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ প্রচারে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন।

খ. পত্রিকা ও জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে আন্দোলনের যাবতীয় খবরাখবর প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

ঘ. সকল প্রকার প্রকাশনা কার্যক্রমের পরিচালনা, তদারকি ও সংরক্ষণ করবেন।

৮. অর্থ সম্পাদক :

ক. কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল, সুধী, অধস্তন শাখা থেকে প্রদত্ত

এয়ানত এবং প্রচার ও প্রকাশনা সামগ্রী থেকে অর্জিত মুনাফা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন, সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন।

খ. সকল স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধিগণকে আল্লাহর পথে দান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন এবং সংগ্রহের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ. মাসিক বৈঠকে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন।

৯. দফতর সম্পাদক :

ক. আন্দোলনের সর্বপ্রকার নথি-পত্র, সাকুলার ও যাবতীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন।

খ. বিভাগওয়ারী ফাইলপত্র এবং প্রয়োজনীয় রেজিস্টার সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

১০. বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক :

ক. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম বৃদ্ধি, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন করবেন।

খ. ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরার মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রদের কল্যাণ ও আস্থা অর্জনের জন্য সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ক্লাব বা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলবেন এবং ছাত্র সংসদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

১১. মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক :

ক. সারাদেশের মাদরাসাগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন ও পরিবেশ অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ করবেন।

- খ. সারাদেশের মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদকদের প্রয়োজনীয় তদারকির মাধ্যমে মাদরাসাসমূহে ছাত্র আন্দোলনকে একক ছাত্র সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন।
- গ. মাদরাসা ছাত্রদের স্বার্থরক্ষা ও সমস্যা সমাধানে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।
- ঘ. ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী সুপারিশ পেশ বা কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।
- ঙ. কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত মাদরাসাসমূহে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম বৃদ্ধি, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন করবেন।

১২. স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদক :

- ক. সারাদেশের স্কুল ও কলেজগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন ও পরিবেশ অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ করবেন।
- খ. সারাদেশের স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদকদের প্রয়োজনীয় তদারকির মাধ্যমে স্কুল ও কলেজসমূহে ছাত্র আন্দোলনকে একক ছাত্র সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন।
- গ. স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা ও সমস্যা সমাধানে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।
- ঘ. ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী সুপারিশ পেশ ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।
- ঙ. কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত স্কুল ও কলেজসমূহে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম বৃদ্ধি, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন করবেন।



চ. নকীব পাঠক ফোরামসহ স্কুল ও কলেজগুলোতে বিভিন্ন ক্লাব বা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং কলেজ ছাত্র সংসদের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৩. ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক :

দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের সার্বিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করবেন।

১৪. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক

ক. প্রচলিত জাহেলী শিক্ষাব্যবস্থার কুফল ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সুফল ছাত্রসমাজের মাঝে তুলে ধরার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবিকে বেগবান করার চেষ্টা করবেন।

খ. সকল প্রকার চরিত্রবিধ্বংসী অপসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন, অপশক্তির প্রতিরোধ ও কল্যাণধর্মী ইসলামী সংস্কৃতির ধারা বিকাশে সাংস্কৃতিক সংগঠন (আমেলা অনুমোদিত), হাম্দ-না'ত, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার অনুষ্ঠান এবং স্মারক ও সাময়িকী প্রকাশনার ব্যবস্থা করবেন।

১৫. সদস্য (তিন জন)

ক. সকল বিভাগীয় দায়িত্বশীল স্ব-স্ব বিভাগের মাসিক রিপোর্ট আমেলার বৈঠকের পূর্বে সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট পেশ করবেন।

খ. মজলিসে আমেলার সার্বিক সহযোগিতা করা এবং আমেলা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

ধারা-১৪ : কেন্দ্রীয় মজলিসে গুরা গঠনপদ্ধতি

ক. আন্দোলনের সকল মুবাল্লিগ মজলিসে গুরার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সহ-সভাপতি

ও সেক্রেটারি জেনারেল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে এক বছরের মেয়াদে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার প্রস্তাব ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলায় পেশ করবেন। পরবর্তীতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমেলার অনুমোদনক্রমে মজলিসে শুরা গঠিত হবে।

ধারা-১৫ : মজলিসে শুরার সদস্যদের গুণাবলী

মজলিসে শুরার সদস্যগণ মুবাঞ্জিগদের বৈশিষ্ট্যাবলীসহ নিম্নলিখিত গুণবিশিষ্ট হবেন—

ক. ইসলামের মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, দায়িত্বসচেতন এবং চলমান সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন।

খ. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতসহ শরীয়তের আমলের পাবন্দ হবেন।

গ. নিয়মিত তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধির অনুশীলন করবেন।

ঘ. আমানতদারী, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা রাখবেন।

ধারা-১৬ : মজলিসে শুরার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা আন্দোলনের সর্বোচ্চ পরিষদ বলে বিবেচিত হবে।

খ. আন্দোলনের সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং কেন্দ্রীয় সভাপতিকে পরামর্শ দিবেন।

গ. সংগঠনের কার্যক্রমে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা দূরিকরণের জন্য বিষয়টি মজলিসে শুরার বৈঠকে উত্থাপন করবেন।

ঘ. মজলিসে শুরার সদস্যগণ স্ব-স্ব এলাকায় আন্দোলনের কাজ জোরদার করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম চালাবেন।

ধারা-১৭ : মজলিসে শুরার অধিবেশন

মজলিসে শুরার অধিবেশন বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হবে।  
তবে কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রয়োজনবোধে অধিকতর অধিবেশন  
আহ্বান করতে পারবেন।

ধারা-১৮ : জেলা শাখা গঠনপদ্ধতি

ক. জেলা শাখার আমেলা ও জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক  
থানার সভাপতিগণের সমন্বয়ে জেলা মজলিসে শুরা  
গঠিত হবে।

খ. কেন্দ্রীয় সভাপতি অথবা তাঁর মনোনীত কেন্দ্রীয়  
প্রতিনিধি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা  
শাখার সভাপতি, সেক্রেটারি, ছাত্র ও যুব বিষয়ক  
সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে জেলা সভাপতি,  
সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করবেন।  
এক্ষেত্রে জেলা শাখার বিদ্যমান কমিটির সভাপতি,  
সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট থেকে  
পৃথক পৃথকভাবে তিনজন নব্য দায়িত্বশীলের ব্যাপারে  
লিখিত প্রস্তাব নিতে হবে।

গ. জেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক  
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা সভাপতি,  
সেক্রেটারি, ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদকের সাথে  
পরামর্শ করে কমিটির অবশিষ্ট পদ পূরণ করে পূর্ণাঙ্গ  
কমিটি অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট  
প্রেরণ করবেন।

ঘ. কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির ব্যবস্থাপনায় সভাপতি, সহ-সভাপতি  
ও সাধারণ সম্পাদক শপথ নিবেন।

ধারা-১৯ : জেলা শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কেন্দ্রের নির্দেশের আলোকে কাজের সুষ্ঠু পরিকল্পনা  
এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

খ. অধস্তন শাখাসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং মজবুতি আনয়নের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

গ. কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমতি ব্যতীত জেলা শাখা আন্দোলনের কোনো কাগজপত্র, রশিদ বই, কুপন ইত্যাদি ছাপাতে পারবে না।

ধারা-২০ : থানা শাখা গঠনপদ্ধতি

ক. থানা শাখার মজলিসে আমেলা এবং ইউনিয়ন/ওয়ার্ড শাখার সভাপতিদের নিয়ে থানা মজলিসে গুরা গঠিত হবে।

খ. থানা শাখার মজলিসে আমেলার গঠন পদ্ধতি জেলা শাখার অনুরূপ।

গ. থানা শাখার শপথের পদ্ধতি জেলা শাখার অনুরূপ।

ধারা-২১ : থানা শাখার দায়িত্ব

থানা শাখার দায়িত্বশীলদের কার্যক্রম জেলা শাখার অনুরূপ।

ধারা-২২ : ইউনিয়ন/পৌর/ওয়ার্ড ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাখা গঠনপদ্ধতি

ইউনিয়ন শাখা, পৌর শাখা, ওয়ার্ড শাখা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাখাসহ সকল শাখা উপর্যুক্ত মূলনীতি ও সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হবে এবং সকল শাখার দায়িত্বশীলগণের কার্যক্রম থানা শাখার অনুরূপ।

ধারা-২৩ : আহ্বায়ক কমিটি

যেখানে কমপক্ষে ৩/৫জন সদস্য থাকবে, সেখানেই একজনকে আহ্বায়ক এবং অন্যদের সদস্য করে আন্দোলনের কাজ গুরু করা যাবে।

ধারা-২৪ : উপদেষ্টা পরিষদ

ক. ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রত্যেক শাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার সভাপতি, সেক্রেটারি, ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ছাত্র আন্দোলনের মজলিসে আমেলার উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. আন্দোলন যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে, উপদেষ্টা পরিষদ এ ব্যাপারে কাম্যমানের তদারকি, সঠিক পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

গ. ছাত্র আন্দোলনের সকল কার্যক্রম ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদকের মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদে জানাতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহে ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদকসহ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের স্ব-স্ব শাখার সভাপতি, সেক্রেটারিকে উপস্থিত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

ধারা-২৫ : শাখার (জেলা/থানা/প্রতিষ্ঠান) বিশেষ মর্যাদা

মহানগর শাখা জেলার মর্যাদা পাবে এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের মজলিসে শূরা প্রয়োজন মনে করলে দেশের যেকোনো বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাংগঠনিক জেলার মর্যাদা দিতে পারবে। কোনো উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে জেলা শাখা থানার মর্যাদা দিতে পারবে।

ধারা-২৬ : অর্থব্যবস্থা

এ আন্দোলনের সর্বস্তরে বায়তুল মাল বা অর্থ তহবিল থাকবে।

ক. সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের এয়ানত ও এককালীন দান এবং প্রকাশনার মুনাফা হবে বায়তুল মালের উৎস।

খ. অধস্তন শাখাগুলো নিয়মিতভাবে বায়তুল মাল থেকে নির্ধারিত অংশ উর্ধ্বতন শাখায় দিতে বাধ্য থাকবে।

গ. কেন্দ্রীয় সভাপতি সামগ্রিকভাবে বায়তুল মালের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

ঘ. সকল শাখায় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য উভয় আমেলার পক্ষ থেকে নিরীক্ষা কমিটি গঠিত হবে এবং নিরীক্ষা কমিটি বছরে কমপক্ষে একবার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করত উর্ধ্বতন শাখায় মজলিসে আমেলার নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ধারা-২৭ : পদত্যাগ, অব্যাহতি ও বহিষ্কার

- ক. পদত্যাগ : যেকোনো শাখার দায়িত্বশীলগণের কেউ যদি অনিবার্য কারণবশত পদত্যাগ করতে চান, তবে স্ব-স্ব শাখার মজলিসে আমেলাকে বৈঠকীভাবে অবহিত করে স্ব-স্ব শাখার সভাপতি বরাবর লিখিতভাবে পেশ করতে হবে। সভাপতি আমেলা ও উর্ধ্বতন শাখার সাথে পরামর্শক্রমে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- খ. অব্যাহতি : যদি কোনো সদস্য বা দায়িত্বশীল আন্দোলনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন, শরীয়ত এবং নীতিমালাবিরোধী কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেন, তবে তাকে আন্দোলন থেকে অব্যাহতি বা পদচ্যুতি করা যাবে। তবে সর্বাবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।
- গ. বহিষ্কার : যদি কোনো দায়িত্বশীল বা সদস্য শরীয়তপরিপন্থী এবং নীতিমালাবিরোধী এমন কাজ-কর্ম করেন, যাতে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তবে উর্ধ্বতন শাখার সভাপতি সংশ্লিষ্ট ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার সাথে পরামর্শ করে তাকে বহিষ্কার করতে পারবেন।
- ঘ. কেন্দ্রীয় সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল যদি ২৭ নং ধারার গ. উপ-ধারায় বর্ণিত দোষে অভিযুক্ত হন, তবে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের মজলিসে আমেলার প্রস্তাব ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার সুপারিশক্রমে মুহতারাম আমীর তাকে বহিষ্কার করতে পারবেন। তবে সর্বাবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে।
- ঙ. যেকোনো ধরনের পদত্যাগ, অব্যাহতি এবং বহিষ্কার অনূর্ধ্ব ২ সপ্তাহের মধ্যে কার্যকরী করতে হবে।

ধারা-২৮ : প্রাথমিক সদস্যপদ বিলুপ্তি

কোনো সদস্যের ছাত্রজীবন বিলুপ্ত হলে পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক বছর পর তার সদস্যপদ বিলুপ্ত হবে।

ধারা-২৯ : কমিটির সদস্যপদ বিলুপ্তি

কেন্দ্রীয় মজলিসে গুরা বা আমেলার কোনো সদস্য শরয়ী ওজর ব্যতীত পরপর দুই অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে।

ধারা-৩০ : শূন্যপদ পূরণ

কোনো অবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বশীল/সদস্যপদ শূন্য হলে কেন্দ্রীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে শূন্যপদ পূরণ করবেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলাকে অবহিত করবেন। শাখা কমিটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

ধারা-৩১ : নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কাজে অধিকতর গতিশীলতা ও মজবুতি অর্জন করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজন মনে করলে মুহতারাম আমীরের অনুমতি সাপেক্ষে নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন করতে পারবে।

ধারা-৩২ : নীতিমালা ব্যাখ্যার ক্ষমতা

এ সংবিধানের কোনো ধারা বা বিষয়ের ব্যাপারে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-৩৩ : শরীক হওয়ার নিয়ম

যদি কোনো সংগঠন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণ করে আন্দোলনে শরীক হতে চায়, তবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার নিকট লিখিতভাবে আবেদন পেশ করতে হবে। ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের মজলিসে আমেলার সুপারিশ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিবের সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত সংগঠনকে আন্দোলনে শরীক করা যাবে।

ধারা-৩৪ : শরীক সংগঠনের কার্যক্রম

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনে শরীক কোনো সংগঠন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে বিক্ষোভ মিছিল, গণ-জমায়েত এবং রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে নিয়মিত সাংগঠনিক প্রোগ্রাম এ ধারার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ধারা-৩৫ : সাংগঠনিক সেশন

জানুয়ারি মাস থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক সেশন শুরু হবে।

ধারা-৩৬ : আন্দোলনের কার্যক্রম স্থগিত/বিলুপ্তির ক্ষমতা

প্রয়োজনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর মজলিসে আমেলার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কার্যক্রম যেকোনো সময় স্থগিত/বিলুপ্ত করতে পারবেন।



পরিশিষ্ট  
দায়িত্বশীলদের শপথ

আমি ..... ইসলামী শাসনতন্ত্র  
ছাত্র আন্দোলনের ..... মনোনীত/নির্বাচিত হয়ে  
আল্লাহ্ রাসূলুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি যে-

- আমি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হাসিল ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকেই আমার জীবনের সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে মনে করবো।
- আমি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের নীতিমালা মেনে চলবো এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ইনসাফ বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।
- আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও আমানত যথাযথভাবে পালন করবো।
- আমি দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে আজীবন ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবো।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ ওয়াদা পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

- ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত জাহেলী সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে নবী রাসূলদের সা. উত্তরসূরি উলামায়ে কেরামের অনুপ্রেরণা, দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি ছাত্র কাফেলা।
- আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গঠনের সার্বক্ষণিক জিহাদে একটি পরিপূরক শক্তি।
- রুহানিয়াত ও জিহাদের একটি সমন্বিত প্রয়াস।
- প্রচলিত দলকেন্দ্রিক মানসিকতা নয়, একটি ঐক্যপ্রয়াসী আন্দোলনকামী শক্তি।
- প্রচলিত ছাত্র রাজনীতি নয় বরং আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ঈমানী দায়িত্ব পালনের একটি প্রক্রিয়া।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন  
সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন



পরিচিতি  
কর্মকৌশল  
এসো মুক্তির মোহনায়  
এসো মুক্তির রাজপথে  
কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি  
নীতির পরিবর্তন চাই  
আল্লাহর পথে সংগ্রাম  
পাঁচদফা কর্মসূচীর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ  
আমাদের লক্ষ্য ও পথ চলার নীতি  
ছাত্র সমাচার

প্রকাশনায়



আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স  
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)  
ঢাকা-১০০০  
ফোন: ৯৫৬৭১৩০